পঞ্চম অধ্যায়

হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রশ্ন ▶ ১ 'ক' রাষ্ট্রটি বহুদিন ধরে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনা ও কিছু মহান নেতার অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রটির একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়। এর মাঝে একজন নেতা ছিলেন আব্রাহাম হিসাম। তিনি একটি দল গঠন করেন। তার এ দল ছিল খুবই যুগোপযোগী। তিনি দেশটির ইহুদিদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করে তাদেরকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করেন। তাছাড়া দেশটি অন্য দলের সভা-সমিতিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনি একটি গুপ্তচর দল গঠন করেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় কত সালে? ১

খ. জাপানের আত্মসমর্পণের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আব্রাহাম হিসামের সাথে 'ক' দেশটির কার সাদৃশ্য রয়েছে? তার ভূমিকা উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত দেশটি একত্রীকরণে উক্ত নেতা একাই ভূমিকা রেখেছেন? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে।

খ জাপানের আত্মসমর্পণের অন্যতম প্রধান কারণ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা হামলার ফলে তার ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমায় এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ব্যবহার করে। এরপর জাপানের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর মার্কিন রণতরী 'মিকৌরিতে' জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

গ উদ্দীপকের আব্রাহাম হিসামের সাথে পাঠ্যবইয়ের জার্মানির এডলফ হিটলারের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অনেক দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটে জামার্নিতে গণতন্ত্রের পতন ঘটে এবং হিটলারের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রী নাৎসি শক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিজয়ী শক্তিবর্গ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে এক গভীর হতাশা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। জার্মান জাতির এ চরম দুর্দশা অবসানের পরিকল্পনা করেন এডলফ হিটলার এবং তিনি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করেন। 'ক' রাষ্ট্রটি বহুদিন ধরে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু ঘটনা ও কিছু মহান নেতার অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রটির একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়। এর মাঝে একজন নেতা ছিলেন আব্রাহাম হিসাম। তিনি একটি দল গঠন করেন। যেটি ছিল খুবই যুগোপযোগি। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের আব্রাহাম হিসামের সাথে জার্মানির এডলফ হিটলারের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত দেশ তথা জার্মান একত্রীকরণে উক্ত নেতা একাই ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর জার্মানিতে বিশৃঙ্খলা চলছিল। এরপর হিটলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে তিনি নাৎসি দল গঠন করেন। বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতি ক্রোধ ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তারা নাৎসি দলে ভিড় করতে থাকে। এ দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিলো হিটলারের ভার্সাই সন্ধির কঠোরতার মাধ্যমে। এরপর ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে নাৎসিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। হিটলার জার্মানির ক্ষমতা দখল করেন এবং জার্মানি ১ম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে দেশটি একত্রীকরণে ভূমিকা রেখেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ জার্মানিকে একত্রীকরণে ন্যাৎসি নেতা এডলফ হিটলার একাই ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তি, ধ্বংসযজ্ঞ, হতাহতের সংখ্যা অতীতের সকল যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের প্রায় সকল দেশে। যুদ্ধের আগুন আটলান্টিকের ওপারের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার কিছু দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী এর বিস্তৃতি ঘটে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই এ যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. মুসোলিনী কীভাবে ইতালির ক্ষমতায় বসেন? ১

খ. নাৎসি দলের কর্মসূচিতে কী কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কী সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পক্ষ-প্রতিপক্ষ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষ-প্রতিপক্ষ এর সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯২১ সালে ইতালির নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনী ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতালাভ অসম্ভব বুঝে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের মাধ্যমে ইতালির নির্বাচিত সরকারকে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় বসেন।

খ নাৎসি নেতা এডলফ হিটলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রথমেই বিরোধী দলগুলোকে ধ্বংস করে নাৎসি দলের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার নীতি নেন।

নাৎসি দলের কর্মসূচিতে ছিল—

প্রথমত, সমগ্র জার্মান ভাষি জনগণকে নিয়ে এক বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্র গঠন ও জার্মান ইহুদি সম্প্রদায়কে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিতকরণ।

দ্বিতীয়ত, জার্মানি সম্পর্কে ভার্সাই সন্ধির অন্যায় শর্তাদি ভঙ্গ করা এবং বহির্বিশ্বে তার হারানো উপনিবেশগুলো পুনরুদ্ধার করা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে দেখা যায়, ১৯১৪ সালে সংঘটিত এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী এ যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যেখানে সমগ্র রাষ্ট্র দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়। এতে জার্মানির আগ্রাসন নীতির মাধ্যমেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সংঘঠিত হয়। যা ১৯১৮ সালের মিত্রশক্তির সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। অন্যদিকে, ১৯৩৯ সালে নাৎসি নেতা হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটি বড় সাদৃশ্য হচ্ছে দুটো বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষ ও অক্ষশক্তি নামে দুটি পক্ষ ছিল এবং এতেও বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানি আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতেও তেমনি সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া দুটো বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানি চুক্তিবদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে। দুটো যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা তথা গোটা বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষ-প্রতিপক্ষে সাদৃশ্য থাকলেও কিছুটা বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রপক্ষে আমরা ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপানকে দেখতে পাই। অন্যদিকে, অক্ষশক্তিতে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সাথে ত্রিপক্ষ চুক্তির সদস্য থাকলেও প্রথম দিকে নিরপেক্ষ ও পরবর্তীতে গোপন চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা দেখতে পাই, জার্মানির সাথে জাপান ও ইতালি অক্ষশক্তি নামে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রধানত ১৯৩৬ সালের শুরুতে জাপান ও ইতালি ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

মূলত জার্মানি, ইতালি ও জাপান এ তিনটি অতৃপ্ত রাষ্ট্র যাদের ওপর ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একত্রিত হয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জোট তৈরি করে।

অন্যদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে অংশ গ্রহণ করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। কিন্তু জার্মানি রাশিয়ার নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করলে সোভিয়েতও পরিশেষে মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আলোচনা শেষে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রেই বলা যায়, এ দুটি যুদ্ধে পক্ষ-প্রতিপক্ষে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি কিছুটা বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ ইতিহাস স্যার ক্লাসে হিটলারের ক্ষমতারোহণ সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখতে বললে পলাশ নিম্নের ৫টি বাক্য লিখে স্যারকে দেখান।

১. বিংশ শতকের রাজনীতির ইতিহাসে হিটলার একটি সুপরিচিত নাম।

২. বাল্যকালেই পিতার মৃত্যুতে হিটলার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন।

৩. ১৯১৯ সালে হিটলার জার্মান শ্রমিক দলে যোগ দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাগ্মিতায় সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন।

৪. তিনি নাৎসিদলের নেতৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করার পর গোয়েরিং, হেস, রোজেনবুর্গ, রোয়েম, গোয়েবলস প্রমুখ সহকর্মীদের নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করেন।

৫. ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে নাৎসিদল সরকার গঠন করে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. জার্মানির মুদ্রার নাম কী? ১

খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। ২

গ. পলাশের লিখিত ২নং বাক্যের আলোকে হিটলারের প্রাথমিক জীবন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পলাশের লিখিত ৫নং বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মানির মুদ্রার নাম মার্ক।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। জার্মানির একমাত্র বন্দর 'ডানজিগ' জাতিসংঘ অধিগ্রহণ করে এবং রাইনল্যান্ড ১৫ বছরের জন্য মিত্রপক্ষের দখলে চলে যায়। জার্মানির রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। মিত্রপক্ষ যুদ্ধ জয় করলে জার্মানির ওপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। রপ্তানি বাণিজ্য ও হাজার হাজার কলকারখানা- ব্রিজ, কালভার্ট, অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গ পলাশের লিখিত ২নং বাক্য থেকে হিটলারের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

বিংশ শতকের রাজনীতির ইতিহাসে হিটলার এক সুপরিচিত নাম। তিনি ১৮৯৯ সালের এপ্রিলে অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা অ্যালোয়েস ছিলেন শুল্ক বিভাগের সামান্য চাকুরে আর মা ক্লারা ছিলেন নারী কৃষক। বাল্যকালেই পিতার মৃত্যুতে হিটলার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। হিটলার চেয়েছিলেন একজন চিত্রশিল্পী হবেন। লাসবাক, লিনস ও স্ট্রেইয়ারে স্কুলজীবন সমাপ্ত করে তিনি রাজধানী ভিয়েনায় গমন করেন। কিন্তু ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি কিছুদিন প্রেসে কাজ করেন। ১৯১৯ সালে হিটলার জার্মান শ্রমিক দলে যোগ দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাগ্মিতায় সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন।

ঘ পলাশের লিখিত ৫নং বাক্যটি হিটলার গঠিত নাৎসি দলের ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।

১৯২৯-৩২ সালের মধ্যে বিশ্বমন্দা প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হলে এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নাৎসিদলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে নাৎসিদল সরকার গঠনে সমর্থ হয়। ১৯৩৪ সালে হিটলার একাধারে চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পর নিজেকে 'ফুয়েরার' বা নেতা ঘোষণা দেন। ১৯৩৪ সালের ২৪ জুলাই নাৎসিদল ব্যতীত অপর সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ওয়েমার সংবিধান স্থগিত করা হলো। ফ্যাসিস্ট লেই-এর নেতৃত্বে একটি ট্রেড ইউনিয়ন ব্যতীত অপর সকল ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এভাবে জার্মানিতে হিটলার সর্বময় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

হিটলারের মূল লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির অভিশাপ থেকে জার্মান জাতিকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নাৎসি তত্ত্বে বলা হয়েছিল জার্মানরা আর্য জাতির বংশধর। আর্যদের মধ্যে 'নর্ডিকগণ'ই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং 'নর্ডিক' আর্য হওয়ার কারণে জার্মান জাতির দায়িত্বই হলো বিশ্বকে পদানত করে শাসন করা। এভাবে নাৎসিরা উগ্র জার্মান-জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ ইতিহাসের শ্রেণিকক্ষে অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত বড় বড় রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল অন্যতম। এ যুদ্ধে পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ ক্রমেই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বিরোধী, সমর শক্তির পরীক্ষা, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়। পৃথিবী সকল মহাদেশ ও মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়া মহাযুদ্ধ থেকে সমকালীন বিশ্বের ইতিহাস নতুনভাবে শুরু হয়। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা কে ছিলেন? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো কীভাবে চিহ্নিত করবে? ৩

ঘ. 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সমকালীন বিশ্বের ইতিহাস নতুনভাবে শুরু হয়'- তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা যথাক্রমে হিটলার ও মুসোলিনী।

খ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব ঘটেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তির উদ্ভব ঘটে। এই দুই শক্তি যথাক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এর ফলে বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করে।

গ উদ্দীপক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, সমরবাদের উত্থান, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়।

মূলত ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। এ সন্ধিতে পরাজিতদের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়নি। এর ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলো জাতিকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ না করলে জার্মান জাতির কলঙ্ক মোচন হবে না। ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। তাছাড়া জার্মানির শান্তিপ্রিয় ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের পতন ও নাৎসি দলের উত্থান বিশ্বকে আরেকটি যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। আর জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতারোহণ এ যুদ্ধ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আর ১৯২৩-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী দেশগুলো অর্থনৈতিক মহামন্দায় নিপতিত হলে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ ইতালি ও জার্মানির জনগণকে যুদ্ধোন্মাদ করে তোলে। আর হিটলারের সফল কূটনীতি এবং ইংল্যান্ডের জার্মান তোষণ নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে গতিময় করে। সর্বোপরি রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি জোট গঠন, জার্মানির সোভিয়েতের প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সমকালীন বিশ্বের ইতিহাস নতুনভাবে শুরু হয়– এ উক্তিটির সাথে আমি একমত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বনেতাবৃন্দের মাঝে এরূপ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তির উদ্ভব ঘটে। এ দুই শক্তি যথাক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এর

ফলে বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করে। আর এ যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ অপরাপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপীয় আধিপত্যবাদের প্রবণতা হ্রাস পায়। অধিকন্তু এ যুদ্ধের ফলে ইন্দোচীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলো ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। ভারত, পাকিস্তান, ইরান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সাফল্যে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাবে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এশিয়াতে চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইন্দোচীনের একাংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে। তবে বিশ্বায়নের নাম করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সমকালীন বিশ্বের ইতিহাস নতুনভাবে শুরু হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ হলিউডের একটি সিনেমা দেখছিল মি. রবার্টসন। সিনেমাটিতে দেখানো হলো একটি দেশ ভয়াল এক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এক সময় দেশটির রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। প্রধান শাসকের পতনের পর বিভিন্ন প্রদেশের রাজারাও একে একে পদত্যাগ করে। এক সময় এক জনপ্রিয় সমাজতন্ত্রী নেতার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তখন দেশটিতে দু'টি দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. কত সালে মুসোলিনীকে হত্যা করা হয়? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান সম্পর্কে লেখ। ২

গ. হলিউডের সিনেমাটিতে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে জার্মানির কোন ধরনের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই ধরনের একটি অবস্থা পরবর্তী ওয়েমারের প্রজাতন্ত্র গঠনে সহায়ক হয়– মতামত প্রদান কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৫ সালে মুসোলিনীকে হত্যা করা হয়।

খ প্রথমদিকে নিরপেক্ষ থাকলেও পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু জনমত ক্রমেই মিত্রশক্তিকে সমর্থন করলে ১৯৪১ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস 'Lend-Lease Act' পাস করে যুদ্ধরত মিত্রশক্তিকে রসদ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। এর কয়েক মাস পর জাপান 'পার্ল হারবার' আক্রমণ করলে (৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল) যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে হলিউডের সিনেমাটিতে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। মূলত জার্মানি যখন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে মিত্রশক্তির সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল তখনই জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। অতঃপর জনপ্রিয়তার সমাজতন্ত্রী নেতা ফ্রেডারিক এবার্টের নেতৃত্বে জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সমাজতন্ত্রী দল শতধাবিভক্ত থাকায় এবার্টের নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি অবতলে মজবুত ছিল না। কার্ল লাইবানিথা এবং রেম্যা লাক্সোমবার্গের নেতৃত্বে স্পার্টাসিস্ট দল ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে অবরোধ করে। প্রজাতন্ত্রী নেভা প্রকট ও তার সহকর্মীরা বার্লিনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সরকার সমর্থক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এর ফলে স্পার্টাসিস্টদের অবরোধ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। এরপর সরকার একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এভাবে এবার্টের প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

মি. রবার্টসন হলিউডের সিনেমায় দেখতে পেলো একটি দেশ ভয়াল এক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সেদেশে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। দেশের প্রধান শাসকের পতনের পর বিভিন্ন প্রদেশের রাজারাও একে একে পদত্যাগ করে। এক সময় সেখানে সমাজতন্ত্রী নেতার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সিনেমার এ সকল দৃশ্যে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চিত্র ফুটে ওঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থা পরবর্তীতে ওয়েমার প্রজাতন্ত্র গঠনে সহায়ক হয়।

জার্মানিতে স্পার্টাসিস্টদের হটিয়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার একটি সংবিধান প্রণয়ন করে যা ওয়েমার সংবিধান নামে পরিচিত। অতঃপর জার্মানির নবগঠিত প্রজাতন্ত্র ওয়েমার প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। এ ওয়েমার সংবিধান ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক সংবিধান। এতে জার্মানিকে একটি ফেডারেশনে রূপান্তরিত করে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়। এ সভার সদস্যবৃন্দ ২০ বছর বয়সী জার্মান নর-নারীদের গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এতে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। যেকোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে জার্মানির বিভিন্ন বিরোধী শক্তি এ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। চরম বামপন্থি ও চরম ডানপন্থি দলগুলো এ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণায় নামে। ১৯২০ সালে উলফগ্যাং নামক ব্যক্তি বার্লিন প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন করলে জার্মানি বামনিস্টরা এ সরকারের পতন ঘটায়। আর ব্যভিচারি কমিউনিস্ট দল বিপ্লবী সরকার গঠন করলে সরকার তা দমনে ব্যর্থ হয় কিন্তু হিটলার তার জঙ্গিবাহিনীর সাহায্যে এদের দমন করে সাধারণ লোকের আস্থা অর্জন করেছিল। ক্রমে প্রজাতন্ত্রী দলের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ১৯৩২ সালের নির্বাচনে ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ব্যাপকভাবে হোঁচট খেয়েছিল। এভাবে ওয়েমার প্রজাতন্ত্র প্রায় ১৯৩২ সাল পর্যন্ত জার্মানির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ জহির তার ছোট ভাই সেলিমকে এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা বলল, যিনি পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেশে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষকতা পেশা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই একটি দল তৈরি করেন। গণতন্ত্রের পরিবর্তে বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে তার মত ছিল। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমাটির নাম কী ছিল? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন 'অক্ষশক্তি' বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজনীতিবিদের পররাষ্ট্রনীতি মূল পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমাটির নাম ছিল 'লিটল বয়'।

খ জার্মানি, ইতালি, জাপানের মধ্যে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে যে সামরিক জোট গঠিত হয় তাই ইতিহাসে অক্ষশক্তি নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অক্ষশক্তির পেছনে প্রধান শক্তি ছিল নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ও জার্মান। এ যুদ্ধের প্রথমদিকে অক্ষশক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। এই সামরিক জোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ উদ্দীপকে ফ্যাসিবাদের জনক মুসোলিনীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম, শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু, পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল গঠন প্রভৃতি ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা মুসোলিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফ্যাসিবাদের জনক বেনিটো মুসোলিনী ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির রোমানা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এজন্য তাকে ১৯১১ সালে কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯১২ সালে মুক্তি চেয়ে সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র 'আভান্তি' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১৯ সালে এক সম্মেলনে ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন। ফ্যাসিবাদ ছিল ইতালির সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের একটি রাজনৈতিক ব্যভিচার। গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফ্যাসিবাদীরা ঘৃণা করত।

ঘ উক্ত রাজনীতিবিদ বলতে মুসোলিনীকে বোঝানো হয়েছে।

মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য হলো সম্প্রসারণবাদ। তার পররাষ্ট্রনীতি নিম্নরূপ:

প্রথমত, মুসোলিনী নিজে বলতেন, 'আমি যুদ্ধ ভালোবাসি, টিকে থাকতে হলে যুদ্ধের প্রয়োজন। যুদ্ধ করা আমার সহজাত প্রবণতাও'।

দ্বিতীয়ত, এ নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল ইতালির শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলান করা।

তৃতীয়ত, মুসোলিনী শুধু নিজ দেশেই ফ্যাসিবাদ চালু করে ক্ষান্ত হননি। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ফ্যাসিবাদ উত্থানে নানাভাবে সহযোগিতা শুরু করেন।

চতুর্থত, মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইতালিতে জার্মানির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই ছিল মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির মূল বক্তব্য বা বিষয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ লাবনী ইতিহাস পড়ে দুই জন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। একজন জার্মানিতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন চালু করেন। অন্যজন ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কমিউটবিরোধী চুক্তি হয় কবে? ১

খ. জাপান কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে? ২

গ. লাবনী কোন দুই বিশ্বনেতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে? তাদের পরিচয় নিরূপণ কর। ৩

ঘ. লাবনীর পঠিত নেতাদ্বয়ের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কমিউটবিরোধী চুক্তি হয়।

খ পারমানবিক হামলার কারণে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে।

অক্ষ শক্তির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও জার্মানির পরাজয়ের পর পিছু হটতে থাকে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডাম সম্মেলনে মিত্রশক্তি জাপানকে আত্মসমর্পনের আহ্বান জানায়। একই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬ আগষ্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলে শহর দুটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ফলে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পন করে।

গ লাবনী দুই বিশ্বনেতা হিটলার ও মুসোলিনী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাসে জার্মানির এডলফ হিটলার এবং ইতালির মুসোলিনী এক সুপরিচিত নাম। হিটলার ১৮৯৯ সালের এপ্রিলে অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতার মৃত্যুতে তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। স্কুল জীবন শেষ করে তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়

গমন করেন। ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে জার্মান শ্রমিক দলে যোগ দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বাগ্মিতায় সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন। অতি দ্রুত ক্ষমতায় আরোহন করে জার্মানিতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে ফ্যাসিবাদের জনক মুসোলিনী ১৮৮৩ সালে ইতালির 'রোমানা' নামে এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সমাজতন্ত্রী দল কর্তৃক "অভান্তি" পত্রিকা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ইতালির যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে জনমত গঠন করে। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিলান শহরে একটি সম্মেলন করেন এবং এ সম্মেলনে কর্মচ্যুত সেনা ও বেকার যুবকদের নিয়ে মুসোলিনী আধা সামরিক বাহিনী গঠন করেন যার নাম 'ফ্যাসিস্ট'। মাত্র দুবছরের মধ্যেই ফ্যাসিস্টরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুসোলিনী ইতালিতে ১৯২৫ সালে একনায়কতন্ত্র ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যবস্থা চালু করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, লাবনী ইতিহাস পড়ে যে দুইজন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তারমধ্যে একজন জার্মানিতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন চালু করেন এবং অন্যজন ইতালিতে ফাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে হিটলার ও মুসোলিনীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ লাবনীর পঠিত নেতাদ্বয় তথা হিটলার ও মুসোলিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

হিটলার ও মুসোলিনী উভয়েই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকার ইউরোপের তথা বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর চরিত্র। উভয়েই জাতীয়তাবাদী নেতা। তবে তারা জাতীয়তাবাদকে বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। মুসোলিনী চেয়েছিলেন ইতালিকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে এবং হিটলার চেয়েছিলেন পুরো বিশ্বকে জার্মান জাতির দাসত্বের অধীনে আনতে। হিটলার জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন নাৎসিবাদ দ্বারা, অপরদিকে মুসোলিনী যুবসমাজকে বিমোহিত করেন ফ্যাসিবাদ দ্বারা। এ দুটি মতবাদই গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে এবং 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে বিশ্বাসী। হিটলার ও মুসোলিনী দুজনেই যুদ্ধে বিশ্বাসী এবং শান্তিবাদকে অস্বীকার করে। তবে হিটলারের নাৎসিবাদ জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই নাৎসি আদর্শ বিস্তার লাভ করে কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতায় আসার অনেক পরে এর দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়। ইতালির মুসোলিনীর তুলনায় হিটলার অধিক ক্ষমতাশালী এবং বেশি হিংসা ও কঠোর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া নাৎসিবাদ বংশগত ঐতিহ্যের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করে অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ বংশকে ততটা প্রাধান্য দেয়নি।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, হিটলার ও মুসোলিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও কর্মকৌশল ছিল একই রকম।

প্রশ্ন ▶ ৮ হিটলার না মুসোলিনী কে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ের ওপর স্যার দলীয় বিতর্কের আয়োজন করতে বললে ছাত্রছাত্রীরা 'ক' ও 'খ' দলে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে হিটলার ও মুসোলিনী সম্পর্কে আলোচনা করে। স্যার 'ক' দলকে বিজয়ী ঘোষণা করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. কত সালে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ মারা যান? ১

খ. নাৎসি পার্টি কিভাবে গঠিত হয়? ২

গ. 'খ' দলের আলোচিত নেতার রাজনৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' দলের আলোচিত নেতার সৃষ্ট রাজনৈতিক মতবাদটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ মারা যান।

খ হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি পার্টি গঠিত হয়।

জার্মান শ্রমিকদের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না, হিটলার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালু করেন। হিটলারের নেতৃত্বে দু'বছরের মধ্যেই এ দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিটলার এ দলের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন 'National Socialist German Workers Party. সংক্ষেপে নাৎসি পার্টি।

গ 'খ' দলের আলোচিত নেতা অর্থাৎ মুসোলিনীর রাজনৈতিক মতবাদের নাম ফ্যাসিবাদ।

মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং তার মতবাদ একটি একনায়কত্ব মতবাদ। ফ্যাসিবাদের মতে, স্বাধীনতা জনগণের অধিকার নয় কর্তব্য। রাষ্ট্রের দাসত্ব মান্য করাকেই তারা স্বাধীনতা বলে মনে করে। তারা সমাজ বলতে জাতি এবং জাতি বলতে রাষ্ট্র বোঝাত। এ রাষ্ট্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতীক। ফ্যাসিবাদের বিচিত্র স্লোগান ছিল মুসোলিনী সর্বদাই সঠিক কাজ করেন। এভাবে এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দল ও এক নেতা—এ আদর্শের ওপর মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠে। এখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনও গড়ে তুলতে পারবে না, রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সবকিছু করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পছন্দ ও অপছন্দের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা চলবে না। এখানে রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের মূলকথা হলো, 'রাষ্ট্রের জন্যই সবকিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু নয় এবং রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু নয়।'

ঘ 'ক' দলের আলোচিত নেতার সৃষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ অর্থাৎ হিটলারের রাজনৈতিক মতবাদটি একনায়কতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদের বহিঃপ্রকাশ।

নাৎসিবাদ এমন এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র সমাজজীবনের সর্বেসর্বা ও চরম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। ফ্যাসিবাদের চেয়ে নাৎসিবাদ অর্থাৎ মুসোলিনীর চেয়ে হিটলার অনেক বেশি হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক স্বৈরশাসনের সৃষ্টি করে। যার জন্য ইতালি অপেক্ষা জার্মানিতে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অনেক বেশি লাঞ্ছিত ও পদদলিত। নাৎসিবাদের মতে, গণতন্ত্র মূর্খ,

নির্বোধ ও অযোগ্যদের শাসন এবং এ শাসনে মানুষের সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব নয়। নাৎসি মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দেওয়ার মধ্যেই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা নিহিত। নাৎসি জার্মানিতে যিনি নেতা তিনিই সরকার প্রধান, জার্মান জাতির প্রধান। হিটলারের মতে, জার্মান জাতিই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত জাতি এবং বিশ্বকে শাসন করার দায়িত্ব দিয়েই সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, হিটলারের নাৎসিবাদের মূলকথা হলো জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষনা। আর এ ধরনের মানসিকতা তাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। আর এ চেতনাই বিশ্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মালদহ গ্রামে ১৯৪টি পরিবার বসবাস করে। ধনী পরিবারগুলো গ্রামে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে গ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং একটি সন্ধি দ্বারা সংঘর্ষের অবসান ঘটে। কিন্তু সন্ধিটি ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে ধনশালী পরিবারগুলোর মধ্যে অভিমান ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং তারা পারস্পরিক প্রতিশোধ নেবার জন্য জোটবদ্ধ হয়। পরিবারগুলো দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। দুই দলের আস্ফালন আর হুমকি-ধমকির মধ্য দিয়ে আবারও গ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয়।

◀ *শিখনফল: ৪ ও ৫*

ক. NAZI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কোন দুই জোটের মিল রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উক্ত দুই জোটের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ"— ব্যাখ্যা কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NAZI এর পূর্ণরূপ হলো– National Socialist German Workers' Party.

খ রাশিয়া জার্মানির সাথে যুদ্ধ করবেই বুঝতে পেরে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অল্পকাল পরেই হিটলার রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষের সাথে রাশিয়া যুক্ত হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু স্ট্যালিন মিত্র শক্তির নিকট থেকে অনেকটা মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। হিটলার বুঝতে পারেন রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই। এজন্য আগেভাগেই ১৯৪১ সালের ২২জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত জোটের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত দুইটি জোট অক্ষশক্তি জোট ও মিত্রশক্তি জোটের মিল লক্ষণীয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়কে মেনে এডলফ হিটলার মেনে নিতে পারেননি। এ কারণে তিনি আরেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। মুসোলিনিও একই ধারণা পোষণ করতেন। জাপান তাদের সাথে যুক্ত হয় পূর্ব এশিয়ার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়। এই তিন শক্তি ১৯৩৬-৩৭ সালে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গঠন করে। আর এ জোটকেই বলা হয় অক্ষশক্তি বা Axis Power। পক্ষান্তরে ১৯৩৯ সালের ৩০ মার্চ পোল্যান্ড সংকটকে সামনে রেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিত্রতা স্থাপন করে এবং জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এরপর ১৯৪২ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকল্পে ওয়াশিংটনে ২৬টি দেশের উপস্থিতিতে একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। একই বছরের ২৬ মে তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লন্ডন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং মে-জুন মাসে মার্কিন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শেষে ১১ জুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মিলে গঠিত হয় মিত্রশক্তি জোট।

উদ্দীপকে মালদহ গ্রামে ধনী পরিবারের মধ্যে প্রভুত্ব স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা একটি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় যা আমাদেরকে জার্মানির ও মিত্র শক্তিগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উদ্দীপকে আরও দেখা যায় যে প্রথমবার সংঘটের পরবর্তীতে ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জোটবদ্ধ হয়। এরপর দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে আবারও সংকটের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির দুইপক্ষের যুদ্ধের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির গঠন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত দুই জোট অর্থাৎ অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ।

১৯৩৬-৩৭ সালে জার্মানি, ইতালি ও জাপান অক্ষশক্তি জোট গড়ে তোলে। অক্ষশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু করে তখন মিত্রশক্তির জোট গঠন করা ছাড়া ইউরোপের বাকি শক্তিগুলোর কোনো বিকল্প ছিল না। সোভিয়েত ভীতি ত্যাগ করে তখন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও পশ্চিমা দেশগুলো মৈত্রী জোট গঠনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এক জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত জার্মানি, ইতালি ও জাপানের নাৎসিবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী শক্তি একত্রে যখন সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হয় কেবল তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধকালীন মৈত্রী গড়ে তোলার বিষয়টি পশ্চিমা বিশ্ব গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে থাকে। অক্ষশক্তির প্রধান রাষ্ট্র জার্মানিকে একা কোনো রাষ্ট্র দমন করতে পারবে না। তাই অক্ষশক্তিকে সমূলে উৎপাটন করতে এবং পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী দেশগুলোকে রক্ষা করতে পশ্চিমা দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন সংঘবদ্ধ জোট তথা মৈত্রী জোট গঠন করে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ অক্ষশক্তি গঠন ও তার গতিবৃদ্ধি ও সমাধানকল্পে মিত্রশক্তি গঠনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

এরূপ বিষয়ের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উদ্দীপকের মালদহ গ্রামে যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে এবং পরবর্তীতে ভার্সাই চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ধনী পরিবারগুলোর দুটি জোটের বিপরীতমুখী অবস্থান দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির দ্বি-মুখী স্বার্থ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন করে।

তাই বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনে উদ্দীপকের জোটের ন্যায় অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি জোটের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১০ ক্লাসে শিক্ষক শফিকুল ইসলাম একটি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ বিপ্লব পশ্চিমা সভ্যতার মূল শক্তির বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের প্রেরণা। এটি পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর ভীষণ আঘাত করে পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়। ফলে অতি উন্নত পুঁজিপতি দেশগুলোতে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। সর্বশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির হুমকির এ ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে।

ক. ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্বের জনক কে? ১

খ. জাপান কেন পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল? ২

গ. উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে কোন বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্বের জনক মন্টেস্কু।

খ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানি নৌশক্তির উত্থান ও চীনে জাপানের আগ্রাসী নীতি জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

১৯৪১ সালে রুজভেল্ট এক আদেশে আমেরিকায় জাপানের যত সম্পদ আছে তা বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। পরে আমেরিকা জাপানকে চীন থেকে বেরিয়ে আসার নোটিস পাঠালে ৭ ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করে।

গ উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যে বলশেভিক বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সৃষ্ট রাশিয়ার বিপ্লব ইউরোপে অন্য দুই বিপ্লবের (ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব) মতো সৃষ্ট নয়। এ বিপ্লবের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মতবাদ ছিল। ধনতন্ত্রের বিপরীত ধর্মী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এক নির্দিষ্ট আদর্শ বাস্তবায়ন করেছিল এ বিপ্লব। সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে এ বিপ্লব শুরু হয়। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালের এ বিপ্লব সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী, শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষকে পুরো বিশ শতক ধরে মুক্তির দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং একবিংশ শতকে মুক্তির পথ দেখিয়ে চলেছে।

ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির হুমকির এ ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে- উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদের উগ্র আচরণই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। এ যুদ্ধে একের পর এক নাৎসিবাদী ও ফ্যাসিবাদীদের পরাজয় ঘটে। ফলে তারা একদিকে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে অন্যদিকে সৈন্য হারিয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানির নাৎসিবাদ, ইতালির ফ্যাসিবাদ ও জাপানের সমরবাদের পরাজয় ঘটে। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ দুদলের সকল নেতাকেও যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল তা এ যুদ্ধ দ্বারা ফ্যাসিবাদের স্বরূপ মানুষের কাছে উন্মোচিত হলে ইউরোপের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার স্থান দখল করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

▶ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১১ আনোয়ারের দেশে এক শাসক ক্ষমতায় আরোহণ করে গণতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন করে শক্তির ওপর জোর দেন। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সামরিক বাহিনীর উপর অধিক জোর দিয়ে তিনি রক্তপিপাসু হয়ে ওঠেন।

◀ শিখনফল: ১ ও ৩

ক. মুসোলিনীর মৃতদেহ কোথায় সমাহিত করা হয়? ১

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন জার্মান নেতার ইঙ্গিত রয়েছে? তার পরিচয় পাঠ্যবই অনুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামানি একত্রীকরণে উক্ত নেতার কোনো ভূমিকা আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪